

ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বে

# রাষ্ট্রধারণা

ড. হাফিজুর রহমান



## সূচিপত্র

ভূমিকা

১৯

প্রথম অধ্যায়

### ইসলাম ও রাষ্ট্র; ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র ৩৩

১. মদিনা : ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর ৩৩

২. খোলাফায়ে রাশেদিন জামানায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ৪০

৩. উমাইয়া, আব্বাসি ও উসমানিদের জামানায় রাষ্ট্রধারণা ৪৩

প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনায় রাষ্ট্রতত্ত্ব ৪৬

◈ আল ফারাবির রাষ্ট্রধারণা ৪৬

◈ আল মাওয়াদির রাষ্ট্রধারণা ৫২

◈ নিজামুল মুলকের রাষ্ট্রধারণা ৫৭

◈ ইমাম গাজালির রাষ্ট্রধারণা ৫৯

◈ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রাষ্ট্রধারণা ৬৩

◈ ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রধারণা ৬৬


◈ মূল্যায়ন ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়  
আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্র

আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি পর্যালোচনা	৭৭
◊ সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব (হবস, লক ও রুশো)	৭৯
◊ মার্কসবাদ	৮৪
◊ গণতন্ত্র এবং এর লিবারেল ধারা	৮৬
ইসলামি রাষ্ট্রধারণার বিকাশ	৯১
প্যান-ইসলামিজম	৯৬
◊ জামালুদ্দিন আফগানি	৯৬
◊ মুহাম্মাদ আবদুল	৯৯
◊ রশিদ রিদা	১০১
ইসলামিজম	১০৪
◊ আবুল আলা মওদুদী	১০৬
◊ হাসানুল বান্না	১১৩
◊ সাইয়েদ কুতুব	১১৬
পোস্ট-ইসলামিজম	১১৯
◊ মালিক বেননাবি	১১৯
◊ হাসান আত-তুরাবি	১২১

তৃতীয় অধ্যায়  
ইউসুফ আল কারজাভির ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্ব

ইউসুফ আল কারজাভির সংক্ষিপ্ত জীবনী	১২৭
◊ কারজাভির তাত্ত্বিক ধারা	১৩০
ইউসুফ আল কারজাভির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা	১৩১
ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান	১৩১

◊ ইসলামের মৌলিক গ্রন্থাবলি থেকে দলিলসমূহ	১৩২
◊ ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিলসমূহ	১৩৩
◊ ইসলামের প্রকৃতি থেকে দলিলসমূহ	১৩৪
◊ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা	১৩৭
◊ ইসলাম ও রাজনীতি	১৩৭
<b>ইসলামি রাষ্ট্রের অবকাঠামো</b>	<b>১৩৮</b>
◊ নাগরিক (Civil) রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হলো ইসলাম	১৩৮
◊ বিশ্বজনীন রাষ্ট্র	১৩৯
◊ সাংবিধানিক রাষ্ট্র	১৩৯
◊ রাজতন্ত্র নয়; পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র	১৪০
◊ শুধু কর আদায় নয়; বরং হিদায়াতমূলক রাষ্ট্র	১৪০
◊ অসহায় ও দুর্বলদের আশ্রয়স্থল	১৪১
◊ স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের রাষ্ট্র	১৪১
◊ চারিত্রিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র	১৪২
<b>ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি</b>	<b>১৪২</b>
◊ সাধারণ নাগরিকদের রাষ্ট্র	১৪২
◊ সেকুলারদের ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রের সন্দেহ	১৪৩
◊ হাকিমিয়াত এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্ক	১৪৩
◊ উসমান  ও খলিফা মানসুরের বক্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তি	১৪৬
◊ ইরানে বিপ্লব ও ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রের সন্দেহ	১৪৭
<b>কারজাভির ইতিবাচক রাজনৈতিক চিন্তাধারা</b>	<b>১৪৮</b>
◊ নেতিবাচক রাজনৈতিক চিন্তাধারাসমূহ	১৪৮
ক. রাজনৈতিক ফিকহের স্বল্পতা নির্ণয়	১৫০
খ. রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণ	১৫১
গ. সুল্লাত ও বিদআত	১৫৩
◊ রাসূলের জীবনীকে বিধিবিধানের দলিল হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি	১৫৪

<b>রাজনৈতিক ইসলাম</b>	<b>১৫৫</b>
◈ এই পরিভাষাকে পরিহার করতে হবে	১৫৫
◈ ইসলামকে অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে	১৫৫
◈ দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জিহাদের চেয়ে উত্তম	১৫৭
◈ অন্যায়ের পরিবর্তন আবশ্যিক	১৫৭
◈ ব্যক্তিগত নাকি সামষ্টিক দায়িত্ব	১৫৭
◈ অধিকার এবং দায়িত্ব	১৫৮
◈ ধর্ম বনাম রাজনীতি এবং রাজনীতি বনাম ধর্ম; রাজনীতি কি অন্যায়	১৫৮
<b>ইসলামি রাষ্ট্র এবং সমসাময়িক বিষয়গুলোতে এর দৃষ্টিভঙ্গি</b>	<b>১৫৯</b>
◈ ইসলাম ও গণতন্ত্র	১৫৯
ক. গণতন্ত্রের মূলকথা ইসলামের সাথে নীতিগতভাবে একমত	১৬০
খ. জালিম শাসকদের কুরআন-হাদিসে কঠোরভাবে নিন্দা	১৬০
গ. শূরা	১৬৩
ঘ. শাসক জনগণের খাদেম	১৬৩
ঙ. গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ	১৬৩
চ. নির্বাচন একধরনের সার্টিফিকেট	১৬৪
ছ. মানুষের শাসন এবং আল্লাহর শাসন	১৬৪
জ. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক	১৬৫
ঝ. মৌলিকত্ব অলঙ্ঘনীয়	১৬৫
ঝা. সংখ্যাধিক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচিত বিষয়	১৬৫
ঞ. রাজনৈতিক অস্তিরতা এবং শূরার প্রয়োজনীয়তা	১৬৬
◈ ইসলামি রাষ্ট্রে বহুদলীয় পদ্ধতি	১৬৬
◈ মহিলাদের সংসদে মনোনয়ন	১৬৭

## রশিদ আল ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা

রশিদ ঘানুসির সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৭১
◇ রশিদ ঘানুসির তাত্ত্বিক ধারা	১৭৪
রশিদ ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা	১৭৬
ইসলামে মানবাধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা	১৭৬
◇ পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতা	১৭৬
◇ মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা : ইসলামি প্রেক্ষাপট	১৭৭
ইসলাম ও গণতন্ত্র	১৭৯
◇ ঘানুসির মতে গণতন্ত্রের স্বরূপ	১৮০
◇ কোথাও কি আদর্শিক সরকার রয়েছে; পশ্চিমা গণতন্ত্রের অপরিপূর্ণতা	১৮২
◇ গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	১৮৩
ইসলামি সরকারের মূলনীতি	১৮৭
◇ পশ্চিমা রাষ্ট্রতত্ত্ব	১৮৮
◇ ইসলামি প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র	১৮৮
◇ ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ	১৮৯
ক. নস	১৮৯
খ. শূরা	১৯০
১. শূরার আইন প্রণয়নগত দিক	১৯১
● ইসলামি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কার	১৯২
● শূরা সদস্য হওয়ার শর্তসমূহ	১৯৩
২. শূরার রাজনৈতিক দিক	১৯৭
● ইমামত একটি চুক্তি	১৯৭
● ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি	১৯৯
● ইমামের দায়িত্ব, গুণ এবং অধিকার	২০১
৩. শূরার অর্থনৈতিক দিক	২০২
৪. শূরার শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক	২০৩

ইসলামি রাষ্ট্রে জুলুম নিরসনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মেকানিজম ২০৩

আরব বসন্ত এবং ঘানুসির চিন্তায় এর প্রভাব ২০৫

পঞ্চম অধ্যায়

## অনুসন্ধান এবং উপসংহার

ইসলামি রাষ্ট্র এবং মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ২১৩

◈ ইসলামে কি রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব রয়েছে? ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান ২১৩

◈ আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্র ২১৭

◈ ইউসুফ আল কারজাভি ও রশিদ আল ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা ২২৪

তথ্যসূত্র ২৩২

## ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র

### মদিনা : ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তিস্তর

রাসূল ﷺ-এর আগমনের সময় আরব ছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুই বড়ো সাম্রাজ্য রোমান ও পারসিকদের মাঝে অনেকটা বিচ্ছিন্ন একটি উপদ্বীপ। ধর্মীয় দিক থেকে খ্রিষ্টবাদ (রোমানদের ধর্ম হিসেবে) ও জরথুষ্ট্রবাদ (পারসিকদের ধর্ম হিসেবে) ছিল প্রভাবশালী। আর ইহুদিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল পুরো অঞ্চলে।<sup>১</sup> আরবদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মিশ্র প্রকৃতির। বহু খোদায় বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যাই ছিল সেখানে বেশি। তারা আল্লাহকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করত বটে, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে পূজা করত ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূর্তির।

শুধু মূর্তিপূজাই নয়; বরং চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছপালাসহ অনেক প্রাকৃতিক শক্তিরও পূজা করত।<sup>২</sup> তবে খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ কিংবা জায়োনবাদের মতো কিছু একেশ্বরবাদী লোকও ছিল। ধর্ম যা-ই হোক না কেন, বেশ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তারা খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করত। যেমন—হজ। প্রতিবছর এটা ছিল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কুরাইশ গোত্র হজের আয়োজকের ভূমিকা পালন করত। অন্যদিকে হজের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ধর্মীয় শহরের পাশাপাশি মক্কা পরিণত হয়েছিল ব্যবসায়িক কেন্দ্রেও।<sup>৩</sup> রাজনৈতিকভাবে আরবে ছিল গোত্রকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। তাই মক্কায় বেশ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হয়েছিল। জনাব হামিদুল্লাহ উল্লেখ করেন—

‘তাদের নগর-রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ট্রেজারি, আর্মি, ইবাদতখানা (কাবা), বিচার বিভাগ ও বৈদেশিক সম্পর্কের মতো ২৫টি রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল।<sup>৪</sup>’

কুরাইশ গোত্র মক্কার শাসনকার্য পরিচালনা করত। এসপোসিতোর মতে—

‘আরব বড়ো দুটি সভ্যতা থেকে দূরে থাকলেও নিজেরা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এর জনগণ ছিল সচেতন; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করত এবং এই অঞ্চলে বেশ প্রভাব রাখত।’<sup>৫</sup>

<sup>১</sup>. Esposito, 1999: 1-4

<sup>২</sup>. Esposito, 1999: 4

<sup>৩</sup>. Etheredegge, 2010: 29

<sup>৪</sup>. Hamidullah, 1941: 6



তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সব জায়গায় ছিল ব্যাপক বৈষম্য। নৈতিকতার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সেখানে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এক অর্থনৈতিক অসমতা বিদ্যমান ছিল। দাসত্ব ছিল খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। অর্থের বিনিময়ে মানুষ কেনাবেচা হতো। দাসদের মানুষই মনে করা হতো না। মনিবরা প্রায়শই দাসদের ওপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালাত। সে সমাজে নারীদের ছিল না কোনো অধিকার; একাংশও না। কন্যা সন্তানকে তো রীতিমতো পাপ মনে করা হতো এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কখনো কখনো বাবারা কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। কুরআন এই সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছে।

নবুয়তের প্রথম সময়গুলোতে রাসূল ﷺ রাষ্ট্র গঠন নয়; বরং একটি সমাজ (মুসলিম উম্মাহ) গঠনের জন্য কাজ করেছেন। তাওহিদ তথা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস ছিল এই সমাজের সদস্য হওয়ার প্রথম ধাপ। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতে তৎকালীন সমাজে চলমান সমস্যা ও বৈষম্যগুলো উঠে আসত। প্রথম দিকে নিকটাত্মীয়, বন্ধুমহল এবং সমাজের তুলনামূলক দরিদ্রশ্রেণি নবিজির দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু বিরোধিতা আসে সমাজের ধনী নেতৃস্থানীয় শ্রেণির পক্ষ থেকে। কারণ, এই শ্রেণির মধ্যে নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব হারানোর প্রবল ভয় ছিল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে জাফর ইবনে আবু তালিব ﷺ-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেই রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে—

‘হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত বস্তুর গোশত খেতাম এবং অশ্লীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম, নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করতাম। আমাদের মধ্যে সবলরা দুর্বলের হক আত্মসাৎ করত। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের মাঝে আমাদের মধ্য থেকেই একজনকে নবি করে পাঠালেন। আমরা তাঁকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সত্যবাদী বলে জানি এবং বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্ররূপে তাঁকে দেখেছি। তিনি আমাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার আহ্বান জানালেন। আমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যেসব বস্তু তথা পাথর ও মূর্তি ইত্যাদির পূজা করতাম, তা তিনি ছাড়তে বললেন।

তিনি সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের অশ্লীল কাজ, মিথ্যা কথা, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং নিরাপরাধ নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করলেন। আমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে বললেন। নামাজ পড়তে ও জাকাত দিতে বললেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে যেসব বিধান দিলেন, তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করলাম না। তিনি যেসব জিনিস হারাম ঘোষণা করলেন, আমরা তা হতে বিরত থাকলাম। আর যেসব জিনিস

৭. Esposito, 1999: 4

৮. ইবনে হিশাম, ১৯৮৮ : ৮১

হালাল ঘোষণা করলেন, তা মেনে নিলাম। এতে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল এবং শুরু করল নির্মম নির্যাতন।’

রাসূল ﷺ-এর এই দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে গেল। ফলে মুসলিমরা আর মক্কাকে নিরাপদ মনে করল না। এমতাবস্থায় তাঁরা বাধ্য হলো নতুন কোনো নিরাপদ ভূমি খুঁজতে। তারই অংশ হিসেবে প্রথমে আবিসিনিয়া এবং পরবর্তী সময়ে মদিনায় হিজরত শুরু হয়।

মদিনায় নবিজির হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বছরের গণনায় ধরলে এটা ছিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ। রাসূল ﷺ-এর এই হিজরতটি ছিল মদিনাবাসীদের সাথে দুটি চুক্তির ফল। চুক্তি দুটো ‘বাইয়্যাহ আল আকাবা’ কিংবা ‘আকাবার শপথ’ নামে পরিচিত। মদিনা মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ এই চুক্তি দুটির কিছুটা ব্যাখ্যা করা জরুরি মনে করছি।

রাসূল ﷺ যখন প্রচণ্ড নির্যাতন ও বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের জন্য উপযোগী কোনো ভূমি কিংবা গোত্র খুঁজছিলেন, ঠিক তখনই আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপদ ভূমির জন্য প্রতিবছর হজে আসা লোকদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে তিনি নিজ পরিকল্পনার কথা বলতেন, কিন্তু আরবের কোনো গোত্রই কুরাইশদের ভয়ে তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করত না। ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক, আত-তাবারির গ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। গোত্রগুলোর কাছে রাসূল ﷺ-এর আহ্বানের শব্দগুলো সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয়, তিনি নিছক মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামষ্টিক নিরাপত্তা বা ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের জন্য নয়; বরং একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। তাঁরা তাঁকে গ্রহণে সম্মত হন। মক্কায় আসা এই গোত্রের লোকজন আকাবায় মিলিত হয়ে একটি শপথও গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম শপথের বাক্যগুলোকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন—

- ‘১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা
২. চুরি না করা
৩. ব্যভিচার না করা
৪. সন্তান হত্যা না করা
৫. কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ না রটানো এবং
৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো ভালো কাজে বিরোধিতা না করা।’<sup>৭</sup>

## প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনায় রাষ্ট্রতত্ত্ব

উপর্যুক্ত ইসলামি শাসনের এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উত্থানের পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবেও ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটে; বিশেষ করে আব্বাসি শাসনের সময় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। আব্বাসিদের রাজধানী বাগদাদে মৌলিক জ্ঞান ও অনুবাদশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পারসিক রচনাগুলোর অনুবাদের ফলে পারসিক রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং গ্রিক সাহিত্যগুলো অনুবাদের ফলে রোমানদের রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটে।

পাশাপাশি বহু মুসলিম চিন্তাবিদ এ সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে আল ফারাবি, আল মাওয়াদি, নিজামুল মুলক, ইমাম গাজালি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে খালদুন অন্যতম। এই মনীষীগণ সমসাময়িক ইসলামিক রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এসব গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, খিলাফত ও ইমামত, রাষ্ট্র ও ধর্ম, লোকপ্রশাসন এবং রাষ্ট্রে শরিয়াহ আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

### আল ফারাবির রাষ্ট্রধারণা

আবু নাছের মুহাম্মাদ আল ফারাবি সম্ভবত ৮৭০ সালে আজকের তুর্কিমিনিস্তানের ফারাব নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ফারাবির জীবন সম্পর্কে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। ছোটো বয়সেই তিনি বাগদাদ ও ইরাকের বিভিন্ন শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ৯৪৩ সালে তিনি সিরিয়াতে চলে আসেন এবং এখানেই ৯৫০ সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি ইরানি নাকি তর্কিশ বংশোদ্ভূত, তা নিয়ে গবেষকদের মাঝে মতভিন্নতা আছে। কেউ কেউ তাঁকে তর্কিশ আবার কেউ কেউ ইরানি বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন।<sup>৮</sup>

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল ফারাবি ছিলেন অন্যতম, যিনি রাষ্ট্রের দার্শনিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁকে ইসলামি অথবা মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের জনক হিসেবে মনে করা হয়।

---

<sup>৮</sup>. Rudolph, 2012: 363–74

মধ্যযুগের স্কলাররা তাঁকে অ্যারিস্টটলের পর দ্বিতীয় শিক্ষক (মুয়াল্লিমে সানি) মনে করতেন। তিনি প্রাচীন মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম, যিনি গ্রিক তত্ত্বকে মুসলিম সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। পাশাপাশি প্রাচীন রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যযুগে গ্রিক তত্ত্ব যখন মৃতপ্রায়, তখন একে জীবন্ত রাখার পেছনে যে কয়জন মুসলিম দার্শনিক ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মাঝে ফারাবি একজন।

ফারাবির মতে, রাজনীতি ও দর্শনের একত্রে চলা জরুরি। তিনি বলেন—

‘দর্শন হলো অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য জ্ঞান প্রদানে একটি তাত্ত্বিক শিল্প বা ধারা। আর রাজনীতি হলো, কাজগুলো নির্ভুল করতে এবং সুখী হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শনের একটি ধারা। তাদের অবশ্যই ঐক্য জরুরি। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ একই পর্যায়ে। দর্শন ও রাজনীতি ঐক্যের মাধ্যমে একে অপরকে জরুরি জ্ঞান এবং প্রত্যাশিত আচরণ প্রদান করে।’<sup>৯</sup>

ফারাবির বিখ্যাত বই *On the Perfect State* (আল মদিনাতুল ফাদিলা) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা; পাশাপাশি মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রথম বই। এই বইতে তিনি অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Existence), সমাজের প্রয়োজনীয়তা, নেতার গুণাবলি, একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র এবং দুর্বল রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল ফারাবি তাঁর রাষ্ট্রধারণার শুরুতেই সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, দুনিয়াতে ভালোভাবে (Highest Perfection) বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একা সবকিছু সরবরাহ করতে পারে না; বরং একজনের অপরজনকে প্রয়োজন হয়। এই আদান-প্রদান নীতি মানুষকে একই সম্পর্কে (সবার সাথে সবার) সম্পর্কিত করে। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সমন্বয় জরুরি। উত্তমভাবে বেঁচে থাকতে এই সমন্বয় মানুষকে সমাজের অংশ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। ফারাবি সমাজকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : পরিপূর্ণ ও অপরিপূর্ণ।

একটি পরিপূর্ণ সমাজকে তিনি আয়তনের ভিত্তিতে আবারও তিনভাগে ভাগ করেছেন—বৃহৎ, মধ্যম ও ছোটো। তাঁর মতে, বৃহৎ সমাজ হলো—যেখানে বিশ্বের সকল সমাজ একসঙ্গে বসবাস করে। ফারাবি আদতে এখানে ‘সমাজ (Society)’ শব্দটি ব্যবহার করলেও মূলত তিনি রাষ্ট্রকেই বোঝাতে চেয়েছেন। মধ্যম সমাজ হলো—বিশ্বের কোনো এক জাতির সমন্বয়ে একটি সমাজ। আর ছোটো সমাজ হলো—কয়েকটি শহরের জনগণের মিলন বা সমাজ।

তাঁর মতে, অপূর্ণ সমাজ বা রাষ্ট্র হলো—কোনো একটি গ্রাম, রাস্তা কিংবা একটি বাড়ি নিয়ে যে সমাজ গঠিত হয় তা। এই অর্থে বাড়ি হলো সবচেয়ে ছোটো সমাজ।

## পরিপূর্ণ রাষ্ট্র

ফারাবির মতে—সেটাই পরিপূর্ণ রাষ্ট্র, যার উদ্দেশ্য সুখ (Happiness) অর্জন। সুখ এমন এক উপাদান, যা সবদিক থেকে সুন্দর। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার কারণ হলো সুখ অর্জন। তাঁর মতে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন সুখ অর্জন করতে—যা চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা (The Ultimate Perfection)।<sup>১০</sup>

ফারাবির মতে—রাষ্ট্রে সুখ অর্জন করার জন্য একে অপরের সাথে সমন্বয় জরুরি। আর এই সমন্বয় অর্জিত হলেই একটি রাষ্ট্র পরিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফারাবি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকে একটি পরিপূর্ণ মানব শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। একটি মানবশরীর কতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। শরীরকে ঠিকমতো চালাতে প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের কাজ সম্পন্ন করতে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে। আত্মা হলো শরীরের নেতৃস্থানীয় অঙ্গ, যা গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। আত্মাকে তার অধীনস্থ অঙ্গগুলো সহায়তা করে এবং এই সহায়তার প্রক্রিয়া শরীরের সকল স্তর নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদন করে। সুতরাং এখানে একটি পদসোপানভিত্তিক (Hierarchical) কার্যক্রমের বিষয় রয়েছে, যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তৃক উদ্ঘাপিত। একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের শাসকও শরীরের ঠিক আত্মার মতোই। সুতরাং একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য একজন পরিপূর্ণ শাসক এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সঠিক সমন্বয় ও সহায়তা জরুরি।

## রশিদ ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা

ঘানুসি মূলত তাঁর রাষ্ট্রসংক্রান্ত চিন্তাধারা ইসলামি রাষ্ট্রে জনস্বাধীনতা বইতে আলোচনা করেছেন। বইটি আরবিতে লেখা, *Al-Hurriyat al-Ammah Fid-Daivlah al-Islamiyyah*। অতি সম্প্রতি *Public Freedoms in Islamic state* নামে এর ইংরেজি ভাষানুবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ালে ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বের হতে যাচ্ছে। এখানে আলোচনার জন্য বইটির তুর্কি ভাষানুবাদ অধ্যয়ন করা হয়েছে। বইটি চারটি মূলভাগে বিভক্ত, যেখানে তিনি মূলত তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রথমত : ইসলামি রাষ্ট্রে জনস্বাধীনতা এবং মানবাধিকার, দ্বিতীয়ত : ইসলামে গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং তৃতীয়ত : ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্ব। এই তিনটি মূল বিষয়ের মাধ্যমে তিনি তার ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা খুব স্পষ্টভাবে এবং দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমরাও কিছুটা আলোচনা করব।

### ইসলামে মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতা : ঘানুসি তাঁর বইয়ের শুরুতেই পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি গভীর দার্শনিক আলোচনা না করে সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘানুসির মতে—পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতার ইতিবাচক<sup>১১</sup> দিক থেকে নেতিবাচক<sup>১২</sup> দিকটিতেই বেশি ফোকাস করা হয়। ঘানুসি পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ উল্লেখ করে এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে—ব্যক্তিস্বাধীনতা সকল দিক থেকেই হওয়া উচিত; শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে শুধু রাজনৈতিক ও আইনগত স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আদতে এটা সংবিধানের শুধুই একটি অধ্যায়—যেখানে বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইবাদতের স্বাধীনতা, ভ্রমণের স্বাধীনতা, কাজের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবে এখনও অধরা। এর মাধ্যমে ঘানুসি মূলত ইতিবাচক স্বাধীনতার বিষয়ে তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চাচ্ছেন।

তিনি পশ্চিমাদের ‘মানুষ’ সাব্যস্ত করার ক্রাইটেরিয়ার বিষয়ে সমালোচনা করেছেন; যেখানে তারা কেবল তাদের নাগরিকদেরই মানুষ মনে করে। এই মানুষ-নাগরিক ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে তারা মূলত অন্য দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। সাম্প্রতিক সময়ে ‘মৌলবাদী

<sup>১১</sup>. Positive freedom

<sup>১২</sup>. Negative freedom

হুমকি' একটি বহুল প্রচলিত শব্দ; যার মাধ্যমে তারা মুসলমান এবং আরবদের দিকে আঙুল তোলে। ঘানুসির মতে—স্বাধীনতার বিষয়টি সামনে এলে সবার স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। শুধু মানবজাতির একটি অংশ (নিজের নাগরিকদের) নিয়ে চিন্তা করা সঠিক হবে না। ঘানুসি এখানে মার্কসবাদে স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর মতে—তারাও (মার্কসবাদীরাও) প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারেনি। শেষ কথা, ঘানুসির মতে—ব্যক্তিস্বাধীনতা তত্ত্বে সবার আগে মানুষের অবস্থান (মর্যাদা) নিশ্চিত করতে হবে।

**মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা : ইসলামি প্রেক্ষাপট :** ঘানুসির মতে—ব্যক্তিস্বাধীনতা ইসলাম, ইসলামি সংস্কৃতি এবং ইসলামি সভ্যতার একটি মৌলিক মূল্যবোধ। এটা ইসলামি আকিদার ভিত্তিও বটে—যা সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার ভিত্তিমূল। ঘানুসির মতে—একজন মানুষকে মুসলমান হতে হলে সবার আগে জরুরি একজন 'স্বাধীন মানুষ' হওয়া। সেটা সকল দিক থেকেই—বিবেকবান হওয়া, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হওয়া। ইসলামে একজন মানুষ তখনই কালিমা পড়তে পারে তথা মুসলমান হতে পারে, যখন সে যেকোনো ধরনের বল প্রয়োগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

ঘানুসির মতে—ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি ঐচ্ছিক নয়; বরং একটি আবশ্যকীয়। এটা সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তিনি ইসলামের প্রথম যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে—ইসলামের প্রথম যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি কেবল দাসত্ব থেকে মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

মাকাসিদুশ-শারিয়াহর আলোকে তিনি বলেছেন—

‘স্বাধীন মানুষ অর্থ দাস নয় এমন মানুষ।’<sup>১০</sup>

তিনি উল্লেখ করেন, সেই সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সবচেয়ে হুমকি ছিল দাসত্বের বিষয়টি। ঘানুসির মতে—দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান প্রমাণ করে, ইসলাম মানুষকে দুনিয়ার সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগি করার এক বৈপ্লবিক আহ্বান এনেছে। তিনি উল্লেখ করেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু কিছু অনুমতি কিংবা লাইসেন্স দেওয়ার নাম নয়; বরং একটি আমানত, একটি দায়িত্ব এবং সত্যের পথে টিকে থাকার শপথ।

ঘানুসি এ বিষয়ে মুসলিম স্কলারদের মতামত তুলে ধরেন। বিশেষ করে, মাগরিব স্কলারদের; যেমন—তিউনিশিয়ার মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনে আশহর, মরক্কোর আল্লাল আল-ফাসি, সুদানের হাসান তুরাবি, আলজেরিয়ার মালেক বেননাবি এবং পাকিস্তানের আল্লামা ইকবালদের—যারা জনস্বাধীনতাকে একটি প্রাকৃতিক অধিকার নয়; বরং আইনগত অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

তিনি মনে করেন, ইসলামে মানবাধিকারের ভিত্তি হলো বিশ্বাস (ঈমান)। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইসলাম একজন মানুষকে পুরোপুরি অধিকার দিয়েছে—বিশ্বাস করার (ঈমান আনার) কিংবা বিশ্বাস না করার (ঈমান না আনার)। ঘানুসির মতে—এটা ইসলামে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা। ইসলামে কারও বিশ্বাসের ব্যাপারে জোরাজুরি করার সুযোগ নেই। তিনি সূরা হজের ৪০ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন—

‘তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে, তারা বলে—“আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।” আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ; যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী।’<sup>১৪</sup>

আর বিশেষত সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াত, ‘দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই’ উল্লেখ করেন। ঘানুসি ইবনে আশহুর থেকে বর্ণনা করেন, সেখানে তিনি বলেছেন—‘ইসলাম একজনের ধর্ম, জীবন, চিন্তা, পরিবার, সম্পদ এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষা করতে দায়বদ্ধতা দিয়েছে।’<sup>১৫</sup> তিনি বলেন—সমতা ইসলামি সমাজে নাগরিকত্বের অন্যতম ভিত্তি—যা মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পৃথক হয় না। অর্থাৎ নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সবার জন্য একই আইন। তাঁর মতে— ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্য ধর্ম প্রসারে তাদের কথা বলার স্বাধীনতা দেয়। এখানে ঘানুসি মনে করেন, আবু বকর রাঃ-এর সময়কার রিদ্দার যুদ্ধ এজন্যই সংগঠিত হয়েছিল, তারা ছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, চিন্তার স্বাধীনতা ইসলামে অন্যতম অধিকারের একটি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা; ইসলামে একজনের ইচ্ছামতো সম্পদ অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

ঘানুসি সামাজিক অধিকারকে ইসলামের আরেকটি অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যা তাঁর মতে আবশ্যিকীয় একটি বিষয়। সামাজিক অধিকারের অংশ হিসেবে তিনি চাকরি, কাজ করার অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, পরিবার কাঠামো, শিক্ষার অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি ন্যায়বিচারের অধিকার এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারকেও যুক্ত করেছেন।

## ইসলাম ও গণতন্ত্র

ঘানুসির গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তাধারা মূলত বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে; যদিও বইয়ের অধিকাংশ আলোচনাই গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত। এই অধ্যায়টি কিছু সংজ্ঞা তথা পরিভাষার ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হয়েছে, যেমনটা ঘানুসি বর্ণনা করেন—

<sup>১৪</sup>. অনুবাদ : [https://hadithbd.com/quran/tafsir/?pageNum\\_tafsirquran=3&totalRows\\_tafsirquran=78&sura=22](https://hadithbd.com/quran/tafsir/?pageNum_tafsirquran=3&totalRows_tafsirquran=78&sura=22)

<sup>১৫</sup>. Ghannouchi, 2015: 435



‘রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা পরিভাষাটি একটি সাংবিধানিক পরিভাষা; যার অর্থ—উম্মাহ হলো ক্ষমতার উৎস এবং সরকার পরিচালনায় সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অধিকারী এই অর্থে—সরকার নির্বাচন, এর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং প্রয়োজনে ক্ষমতাচ্যুত করা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো— একটি বাধ্যতামূলক অধিকার, যা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের জন্য স্বীকার বা প্রণয়ন করা হয়। এগুলো হলো, সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও সরকারকে প্রভাবিত করা, আইনসভায় অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রভৃতি।’<sup>১৬</sup>

---

### ইসলামি সরকারের মূলনীতি

ঘানুসি ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ আলোচনার পূর্বে পশ্চিমা রাষ্ট্রতত্ত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ইসলামি প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন।

**পশ্চিমা রাষ্ট্রতত্ত্ব :** ঘানুসি বৃহৎ পরিসরে দার্শনিক বিতর্ক না করে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সারাংশ টানতে চেয়েছেন। তিনি শুরু করেছেন, পাশ্চাত্যে আইন ও ধর্মের সম্পর্কের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে—প্রত্যেক সভ্যতায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানুষ প্রাচীনকালে নিজেদের প্রভুর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল।<sup>১৭</sup>

এমতাবস্থায়, আইনসমূহ প্রথমে ধর্ম তথা নবিদের মাধ্যমে ওহির দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী শাসকরা তাদের নিজেদের ক্ষমতার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং মনে করতে থাকে, পৃথিবীতে তারাই প্রভুর ছায়া<sup>১৮</sup>—‘আমিই রাষ্ট্র, আমি পৃথিবীতে প্রভুর ছায়া।’ তারা তাদের মতো করে আইন প্রণয়ন করল এবং ধর্মীয় নেতারা তাদের সমর্থন দেওয়া শুরু করল। কখনো কখনো ধর্মীয় নেতারাও নিজেদের প্রভুর স্থানে রেখে আইন তৈরি করল; বিশেষত রাজা ও পোপরা ইউরোপীয় জনগণের জীবনকে জুলুম দ্বারা অতিষ্ঠ করে তুলল। এই ইতিহাসগুলো বিশ্লেষণ করে ঘানুসি উল্লেখ করেন— এই পরিস্থিতিই আজকের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের ধারণাটি এসেছে, যা মূলত দুটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে—বৈধতা (Legitimacy) ও সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)।<sup>১৯</sup>

---

<sup>১৬</sup>. Ghannouchi, 2015: 87

<sup>১৭</sup>. Ghannouchi, 2015: 98

<sup>১৮</sup>. Ghannouchi, 2015: 98

<sup>১৯</sup>. Ghannouchi, 2015: 99

প্রথমত, বৈধতা আধুনিক রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অথরিটিকে অবশ্যই চলমান আইন ও বিধান মেনে চলেতে হবে; যদি তারা (নিজেরাও) আইন ভঙ্গ করে, তবে তাদের বিচার বিভাগের মাধ্যমে শাস্তি পেতে হবে। পাশাপাশি একে সমাজের বিদ্যমান মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য মেনে চলতে হবে। মোদাকথা, রাষ্ট্রের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে জনগণের স্বার্থে, তাদের প্রয়োজনের আলোকে এবং আইন প্রণয়ন ও দেশ পরিচালনার সুবিধার্থে।

দ্বিতীয়ত, তিনি সার্বভৌমত্বকে আধুনিক রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অথরিটি; বিশেষ করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে—যেখানে রাষ্ট্রের ওপর কোনো অথরিটি নেই। এটা রাষ্ট্রের যেকোনো অথরিটির চেয়ে সর্বোচ্চ। তিনি বলতে চেয়েছেন, রাজা কিংবা পোপরা রাষ্ট্রের সুপ্রিম অথরিটি হতে পারে না।

**ইসলামি প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র :** ঘানুসি মনে করেন, ইসলামে শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং প্রাকৃতিকভাবে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। তিনি দার্শনিক ইকবাল থেকে উদ্ধৃতি করেন—

‘আপনি একদিক থেকে তাকালে ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে দেখতে পারেন, আর অপরদিকে একটি রাষ্ট্র।’<sup>২০</sup>

ঘানুসির মতে—ইসলামি স্কলারদের সম্মিলিত ইজমার মাধ্যমে এ বিষয়টির সামাধান করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, শুধু মুতাজিলা ও খারেজিদের একটি ছোট গ্রুপই এর বিরোধিতা করেছে, যেখানে তারা মনে করে—রাজনীতি আবশ্যিক নয়; যদিও তারা নিজেরাই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছে।

কারজাভির মতো ঘানুসিও অভিযোগ করেন, মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমা চিন্তা এবং সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম তাত্ত্বিকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে অথবা তারা ইসলামের সম্মিলিত পদ্ধতি (ধর্ম ও রাজনীতি) ধরে রাখতে সচেষ্ট হননি। এ বিষয়ে বাস্তব সাক্ষী হিসেবে ঘানুসি আলি আবদে রাজ্জাক এবং তার বইয়ের উদাহরণ টানেন; যেমনটা কারজাভিও উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি মাগরিবের বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিকের নাম উল্লেখ করেন, যারা ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ চায় এবং এটা প্রমাণ করতে চায়—ইসলামে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নেই। এমন পরিস্থিতিতে ঘানুসি ইসলামি রাষ্ট্র বিষয়ে ইসলামের ইতিহাস, নস ও ইজমা থেকে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

**১. ঐতিহাসিক দলিল :** মদিনায় একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে আইন ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটি রাজনৈতিক শক্তি ছিল। সেই সমাজে ছিল সবার কমন একটি টার্গেট—পারস্পরিক চুক্তি এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক। সেই সমাজটি মিলিটারি, বিচারালয়, অন্য দেশে দূত প্রেরণ এবং বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের যে অন্যান্য কাজগুলো রয়েছে—এর প্রায়ই সবগুলোই তখন বাস্তবায়িত হতো। সেই

সমাজটি তার আইন প্রণয়নে কুরআন ও হাদিসকে প্রাথমিক উৎস এবং এ দুটোর ভিত্তিতে ইজতিহাদকে দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

২. **ইজমা :** ঘানুসি উল্লেখ করেন, উলামাদের সম্মিলিত ইজমা হলো—ইসলামের সকল যুগেই একটি সরকার এবং শাসন থাকা জরুরি, যারা ইসলামের আইনসমূহ বাস্তবায়ন করবে। তাঁর মতে, এই ইজমা উলামাদের এরূপ যুক্তির সাথে সম্পর্কিত—‘ওয়াজিব পরিপূর্ণ করতে যা জরুরি, সেটা করাও ওয়াজিব।’ তাঁর মতে—প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটা জরুরি, সে ইসলামি আইন তথা আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে। আর এ পদ্ধতি তখনই বাস্তবায়ন সম্ভব, যখন একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং ইসলামি সরকার কায়েম করা একটি আবশ্যিক বিষয়।

৩. **ইসলামে সরকারের সামাজিক দায়িত্বসমূহ :** ঘানুসির মতে—যদিও ইসলামে সরকার একটি জরুরি বিষয়, কিন্তু এর মানে এটা নয়—এটা ইসলামের একটি অঙ্গ। কারণ, এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো নস তথা টেক্সট নেই। তবে যদি ইসলামি রাষ্ট্র না হয়, তাহলে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধানগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে। যদি সরকার পরিচালনা একটি সামাজিক দায়িত্ব হয়, তবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রয়োজন। ঘানুসির মতে, এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। আর ইসলামের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ইসলামি সরকার থাকা জরুরি।

**ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ :** ঘানুসির মতে—ইসলামি রাষ্ট্রের দুটি আবশ্যিক মূলনীতি রয়েছে :  
ক. নস (টেক্সট) খ. শূরা।

### ক. নস (টেক্সট)

ঘানুসির মতে, ইসলামে সরকার তথা কর্তৃপক্ষের বৈধতার প্রাথমিক উৎস এর টেক্সটসমূহ। অর্থাৎ ওহির মাধ্যমে পাওয়া উৎসসমূহ—কুরআন ও হাদিস। ঘানুসি এখানে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত তুলে ধরেছেন, যেখানে আল্লাহ তাঁর আইন বাস্তবায়নের আদেশ দিচ্ছেন এবং যারা এটাকে অবজ্ঞা করে, তাদের সতর্ক করছেন। পাশাপাশি তিনি হাদিস থেকে এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো বর্ণনা করেন। ঘানুসি এখানে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ইসলামে একটি সরকারব্যবস্থা রয়েছে এবং এই ব্যবস্থা মূলত আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। মুসলমানদের আল্লাহর আইনকে আইনের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

## ইসলামি রাষ্ট্র এবং মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

### ইসলামে রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের অবস্থান

ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা প্রমাণিত হয় ইসলামি শরিয়াহর দলিল (টেক্সট), ইতিহাস, প্রকৃতি ও তাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা। কারজাভি ও ঘানুসি দুজনেই কিছু কমন প্রমাণ উল্লেখের মাধ্যমে আধুনিক ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বে একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। টেক্সট হিসেবে তাঁরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত-হাদিস উল্লেখ করে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত নানা আইন ও বিধানের বিষয়াবলি উল্লেখ করেন। দুজনেরই এ বিষয়ে যুক্তি হলো—একটি রাষ্ট্র ছাড়া এই আয়াতগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে।

ঐতিহাসিকভাবে মদিনা থেকে ইস্তান্বুল পর্যন্ত তথা নবি ﷺ-এর সময়কাল থেকে উসমানি সালতানাত পর্যন্ত মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র ছিল একটি বাস্তবতা। তাত্ত্বিকভাবে আল ফারাবি থেকে শুরু করে ঘানুসি পর্যন্ত মুসলিম তাত্ত্বিকরা ইসলামি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আলোকে একটি রাষ্ট্রতত্ত্ব বিনির্মাণে কাজ করেছেন। তাত্ত্বিকগণ; বিশেষত ইউসুফ আল কারজাভির মতে—ইসলাম সর্বদা সংগঠিতভাবে কাজ করতে আদেশ করে। আর সংগঠিতভাবে কাজ করার জন্য রাষ্ট্র একটি জরুরি উপাদান।

মুসলিম তাত্ত্বিকদের রাষ্ট্রসংক্রান্ত দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা সকল যুগের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। প্রথম অধ্যায়ে যেমনটা বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগের ছয়জন তাত্ত্বিকই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন; যদিও তাঁদের বর্ণনায় ধর্ম-রাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। তাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে (রাষ্ট্রীয় শক্তিকে) একটি ধর্মীয় বিষয় বলে যুক্তি দিয়েছেন। কেউ রাষ্ট্রকে সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ-বা মনে করেছেন, ধর্ম (দ্বীন) ও সামাজিক/মানবিক (দুনিয়া) যৌথভাবে দুটোর জন্যই রাষ্ট্রকে প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত এ বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আধুনিক সময়ে ইসলামি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদানে বিষয়টি খুবই জরুরি।

আলোচিত ছয়জন তাত্ত্বিকের মধ্যে আল ফারাবি ও ইবনে খালদুন রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন; যদিও তাঁরা কোনোভাবে ধর্মের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। এ দুজন তাত্ত্বিক মনে করেন, সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো—ধর্ম। আল

ফারাবির মতে, এই বিশ্বে পরিপূর্ণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে (বাঁচতে) সমাজ (রাষ্ট্র) জরুরি এবং মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুখ অর্জন করতে সৃষ্টি করেছেন, যা চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা। এই বিষয়টি সমাজ ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি একা সরবরাহ করতে পারে না।

ফারাবি সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : পরিপূর্ণ ও অপরিপূর্ণ। তাঁর মতে—পরিপূর্ণ সমাজ নির্ভর করে জনগণের একে অপরের সাথে সমন্বয়ের ওপর। রাষ্ট্রের জনগণ নিখুঁতভাবে একে অপরের সাথে সমন্বয় করতে পারলে তখন সেটা হয়ে উঠে একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র। যেমনটা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র একটি পরিপূর্ণ মানবদেহের মতো। একটি মানবদেহ ততক্ষণই পরিপূর্ণভাবে চলতে সক্ষম, যতক্ষণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিজেদের কাজগুলো করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সমন্বয় করবে। এর পাশাপাশি ফারাবি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার পূর্বশর্ত ও গুণাবলি নিয়েও আলোচনা করেন।

আল ফারাবির মতো ইবনে খালদুনও মনে করতেন, পৃথিবীতে বাঁচার জন্য মানুষ একে অপরের সাথে সমন্বয় করতে বাধ্য। ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রতত্ত্বে দুটি পরিভাষা খুব জরুরি—আসাবিয়াহ (গোষ্ঠীতত্ত্ব) ও উমরান (আসাবিয়াহর জীবনকাল/রাষ্ট্র ক্ষমতার জীবনকাল)। ‘আসাবিয়াহ’ মূলত রাষ্ট্রের উত্থানের সাথে সম্পর্কিত, আর ‘উমরান’ পতনের সাথে। ইবনে খালদুন মনে করেন, শক্ত আসাবিয়াহর জন্য কিংবা আসাবিয়াহকে শক্তিশালী করতে ধর্ম জরুরি। তিনি আরও মনে করেন, ধর্মীয় বিধান এই জীবন (দুনিয়া) এবং পরবর্তী জীবন (আখিরাত) দুটোর জন্যই উপকারী। কেননা, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই জানেন কীভাবে পৃথিবী চালাতে হয়। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাত দুই জগতেই সফলতার জন্য ধর্মীয় বিধানই সর্বোত্তম।

গাজালি ও ইবনে তাইমিয়া মনে করেন—রাষ্ট্রক্ষমতা এই দুনিয়াতে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় বিষয়। গাজালি যেমনটা বলেছেন—‘ধর্ম (দ্বীন) ও অথরিটি (সালতানাত) হলো জোড়া। ধর্ম হলো অথরিটির (সালতানাত) ভিত্তি আর সুলতান এর পাহারাদার। ভিত্তি ছাড়া কোনো কিছু সহজেই পতিত হবে এবং আর পাহারাদার না থাকলে চুরি হয়ে যাবে।’<sup>২১</sup> তাইমিয়া মনে করতেন, শাসকরা হলেন দুনিয়াতে আল্লাহর ছায়া। তাঁর মতে—শাসক নির্বাচন করা একটি আবশ্যিক ধর্মীয় দায়িত্ব।

আল মাওয়ার্দি ও নিজামুল মুলক যুক্তি তুলে ধরেন—রাষ্ট্র হলো ধর্মীয় (দ্বীন) ও সামাজিক (দুনিয়া) সমষ্টিগত কিংবা যৌথ প্রয়োজনে সৃষ্টি। মাওয়ার্দির মতে—ইমামত হলো দ্বীনকে সংরক্ষণ করতে নবির প্রতিনিধি এবং বিশ্ব পরিচালনার কাজের ব্যবস্থাপনা। এটা শরিয়াহ ও যৌক্তিক (Rational Reason)—দুদিক থেকেই জরুরি। আল মাওয়ার্দির ‘ইমামত’ শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তখন রাজতন্ত্রের দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদার যুগের সমাপ্তি ঘটেছিল। তিনি ইসলামি নর্মস ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্রের মডেল তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন।

মাওয়াদির মতে—ইমামত হলো ইমাম ও জনগণের মাঝে একটি চুক্তি, যা কোনো ধরনের বল প্রয়োগ ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া জরুরি। তিনি যুক্তি তুলে ধরেন, যাদের শক্তি ও প্রভাব রয়েছে, তাদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে ইমাম নির্বাচিত হবে। অপরদিকে নিজামুল মুলকের মতে—‘মহান আল্লাহ দুনিয়ার কাজ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক যুগে একজন করে রাজা নির্বাচন করেন। রাজা দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দমনে কাজ করেন।’ তিনি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য রাজার পাশাপাশি যোগ্য একদল উজির নিয়োগের ব্যাপারে যুক্তি তুলে ধরেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতিসংক্রান্ত এই প্রধান যুক্তিগুলোর পর এই ছয় তাত্ত্বিকই কমন কিছু বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন।

প্রথমত : শাসকসংক্রান্ত; শাসক হওয়ার শর্তাবলি, শাসকের দায়িত্ব, শাসকের কর্তব্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয়ত : যোগ্য মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগের গুরুত্ব।

চতুর্থত : শূরা এবং

পঞ্চমত : শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন।

সবশেষে ইসলামে রাষ্ট্রের বিষয়টি এর প্রকৃতি থেকে প্রমাণিত। ইসলামের প্রকৃতি হলো—এটা একটি রাজনৈতিক। কারজাভির মতে—প্রকৃতিগতভাবে ইসলাম যদি জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে রাজনীতি ইসলাম ছাড়া কীভাবে থাকবে? তিনি যুক্তি তুলে ধরেন, ইসলাম নিজেই একটি রাজনৈতিক এবং রাজনীতি ছাড়া এর পরিচয় চিন্তাও করা যায় না। তিনি আরও যুক্তি তুলে ধরেন—মুসলিম চরিত্র হলো একটি রাজনৈতিক চরিত্র। এই প্রেক্ষাপটে তিনি উল্লেখ করেন, নামাজ ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত—যার জন্য ইমাম জরুরি। রাসূল ﷺ ভ্রমণে বের হওয়ার সময় একজন নেতা নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন; এমনকী যদি তিনজন ব্যক্তিও হয়, তবুও। তিনি উল্লেখ করেন, জুমা ও ঈদের নামাজ কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলো রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইসলামে অসৎ কাজের নিষেধ এবং খারাপকে পরিবর্তন করা একটি আবশ্যিক কাজ—যা সমষ্টিগত দায়িত্বের নির্দেশ করে।